সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২১১
WEEKLY BOOKLET:211

আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত "নেকীর দাওয়াতে"
কিতাবের একটি অংশের সম্পাদনা ও সংযোজন

এক যুবকের তাওবা

- আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা বানানোর লোক
- সায়্যিদুনা হাসান বসরী ও এক সম্পদশালী
- হাফিযে মিল্লাতের কারামত

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু **"নেকীর দাওয়াত"** এর ১৬৩ থেকে ১৭৭ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

এক যুবকের তাওবা

আত্তারের দোয়াঃ হে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই **"এক যুবকের তাওবা"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে **তোমার** ও **তোমার প্রিয় আখেরী নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত বানিয়ে বিনা হিসাবে ক্ষমা দ্বারা ধন্য করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও হিসাব নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্যে আমার প্রতি দুনিয়ায় অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। **(ফেরদাউসুল আখবার, ৫/২৭৭, হাদীস ৮১৭৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

যুবকের তাওবা

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ১৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব

www.dawateislami.net

"তাওবা কি রেওয়ায়াত ও হিকায়াত" এর ৭৫-৭৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা সালিহ মুররী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক ইজতিমায় নিজের বয়ান চলাকালিন সামনে বসা এক যুবককে উদ্দেশ্য করে বললেন: "কোন একটি আয়াত পড়ো।" তখন সে সূরা মুমিনের ১৮ নম্বর আয়াতটি তিলাওয়াত করলো:

وَ اَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِیْنَ ؕ مَا لِلظّٰلِمِیْنَ مِنْ حَمِیْمٍ وَّ لَا شَفِیْعٍ یُّطَاعُ ﴿۱۸﴾

(পারা ২৪, সূরা মুমিন, আয়াত ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তাদেরকে সতর্ক করো ঐ সন্নিকটে আগমনকারী বিপদসঙ্কুল দিন সম্পর্কে যখন হৃদয় কণ্ঠাগত হবে, দুঃখ-কষ্টে ভরা, এবং যালিমদের না কোন বন্ধু আছে, না এমন কোন সুপারিশকারী আছে, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে।

এ আয়াতে মুবারাকা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: কেউ অত্যাচারীর বন্ধু বা সাহায্যকারী কীভাবে হতে পারে? কেননা সে তো **আল্লাহ পাকে**র গ্রেফতারে বন্দী হয়ে আছে। নিশ্চয় তোমরা অবাধ্য গুনাহগারদের দেখবে যে, তাদেরকে শিকলবদ্ধ অবস্থায় জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তারা উলঙ্গ হবে, তাদের শরীর বিশাল আকৃতির হবে, চেহারা কালো বর্ণের হবে আর চোখ ভয়ে নীল হবে। তারা চিৎকার করবে: আমরা শেষ হয়ে গেলাম! আমরা ধ্বংস হয়ে গেলাম!

www.dawateislami.net

আমাদেরকে শিকলে কেন বন্দি করা হলো? আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? আর আমাদের সাথে এসব কী হচ্ছে? ফিরিশতাগণ তাদেরকে আগুনের চাবুক দ্বারা মারতে মারতে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে, কখনও তারা অধোমুখী হয়ে পতিত হবে আর কখনও তাদেরকে টেনেহেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন কান্না করতে করতে তাদের চোখের পানি শেষ হয়ে যাবে, তখন রক্তের অশ্রু বইতে শুরু করবে, তাদের মন ভেঙ্গে যাবে এবং অবসন্ন ও ক্লান্ত হয়ে যাবে, যদি কেউ তাদের দিকে তাকায় তবে দৃষ্টি দিতে পারবে না, নিজের মন সংবরন করতে পারবে না, এই ভয়াবহ দৃশ্যের দর্শকের শরীর কাঁপতে থাকবে। এ কথাগুলো বলার পর হযরত সালিহ মুর্‌রী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক কান্না করলেন এবং আবেগাপ্লুত কণ্ঠে আফসোসের স্বরে বললেন: "আফসোস! কিরূপ হৃদয় বিদারক দৃশ্য হবে।" একথা বলে আবারো কান্না করতে লাগলেন, তাঁকে কান্না করতে দেখে উপস্থিত সকলেই কান্না করতে লাগলো। এমন সময় এক যুবক দাঁড়িয়ে গেলো আর বলতে লাগলো: "জনাব! এই সম্পূর্ণ দৃশ্য কি কিয়ামতের দিনই হবে?" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তরে বললেন: "হাঁ! এই দৃশ্যটি খুব বেশি দীর্ঘ হবে না, কেননা যখন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে

www.dawateislami.net

দেয়া হবে, তখন তাদের আওয়াজ আসা বন্ধ হয়ে যাবে।” একথা শুনে যুবকটি একটি চিৎকার দিলো ও বললো: “আফসোস! আমি আমার জীবন উদাসীনতায় কাটিয়ে দিয়েছি, আফসোস! আমি অলসতার শিকার ছিলাম, আফসোস! আমি **আল্লাহ পাকে**র আনুগত্যে অলসতা করে চলেছি, হায়! আমি আমার জীবন অযথা ধ্বংস করে দিয়েছি।” একথা বলে সে কান্না করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর সে **আল্লাহ পাকে**র দরবারে এভাবে মুনাজাত করলো: “**হে আমার প্রতিপালক!** আমি গুনাহগার তাওবা করার জন্য তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি, তুমি ছাড়া আমার আর কোন আশ্রয়স্থল নাই, গুনাহ ক্ষমা করে আমাকে কবুল করে নাও, আমাকে সহ উপস্থিত সবাইকে তোমার দয়া ও অনুগ্রহ দান করো আর আমাদেরকে দয়া ও ক্ষমা দ্বারা ধন্য করে দাও, يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْن! (অর্থাৎ হে সবচেয়ে বড় দয়ালূ) আমি আমার গুনাহের বোঝাটি তোমার সামনে রেখে দিলাম এবং সত্য অন্তরে তোমার দরবারে উপস্থিত হলাম, যদি তুমি আমাকে গ্রহণ না করো তবে আমি নিঃসন্দেহে ধ্বংস হয়ে যাবো।” এতটুকু বলে সেই যুবকটি বেহুশ হয়ে পড়ে গেলো আর কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়লো।

www.dawateislami.net

তার জানাযায় অনেক লোকের সমাগম হয়, তার জন্য কান্নাা করে করে দোয়া করা হয়। হযরত সালিহ মুররী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অধিকাংশ সময় যুবকটির আলোচনা তাঁর বয়ানে করতেন। একদিন কেউ সেই যুবকটিকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: "مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟" অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? তখন যুবকটি উত্তর দিলো: "আমি হযরত সালিহ মুররী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইজতিমা থেকে বরকত লাভ করেছি আর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে।" (কিতাবুত তাওয়াবীন, ২৫০-২৫২ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

স্বপ্নে প্রিয় নবী ﷺ এর দরবারে তিলাওয়াতের সৌভাগ্য!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমলদার মুবাল্লিগের বয়ানে কিরূপ প্রভাব থাকে, **খোদাভীতি** সম্পন্ন মুবাল্লিগগণের বয়ান প্রভাবময় তীর হয়ে গুনাহগারের অন্তর ভেদ করে দেয় এবং অনকে সময় তার দুনিয়া ও আখিরাতকে সজ্জিত করে দেয়। হযরত সালিহ মুররী

www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন মহান ক্বারীও ছিলেন, তাঁর ক্বিরাতে ভাবাবেগ থাকতো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: একবার আমি স্বপ্নে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে সালিহ! এটাতো কিরাত হলো, কান্না কোথায়? (ইহইয়াউল উলূম, ১/৩৬৮) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

তিলাওয়াতে কান্না করা সাওয়াবের কাজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআনে পাক তিলাওয়াত করতে করতে কান্না করা মুস্তাহাব। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোরআনে পাক তিলাওয়াত করার সময় কান্না করো আর যদি কান্না না আসে তবে কান্নার মতো আকৃতি ধারণ করো। (ইবনে মাজাহ, ২/১২৬, হাদীস ১৩৩৭)

আতা কর মুঝে এ্যয়সা রিক্কত খোদায়া
করোঁ রোতে রোতে তিলাওয়াত খোদায়া

www.dawateislami.net

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে ইনফিরাদি কৌশিশ (একক প্রচেষ্টা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তিলাওয়াত করার সময় কিংবা শুনার সময় ভাবাবেগ সৃষ্টি হওয়া, চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া নিঃসন্দেহে অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু শয়তানের আক্রমণ থেকে সাবধান! কান্না করা এমন একটি আমল, যাতে লৌকিকতার আশঙ্কা অনেক বেশি থাকে। সুতরাং দোয়া প্রভৃতিতে বিশেষ করে অপরের সামনে কান্না করাতে লৌকিকতা থেকে বাঁচা জরুরী, কেননা লৌকিকতাকারী জাহান্নামের আযাবের হকদার হয়ে যায়। তিলাওয়াত ও নাতে একনিষ্ঠতা সহকারে কান্না করা ও করানোর আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, নিজের ঈমানের নিরাপত্তার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকুন, নিয়মিত নামায অব্যাহত রাখুন, সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকুন, নেক আমল অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করুন এবং এতে অটলতার জন্য প্রতিদিন "আমলের পর্যবেক্ষণ" করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করতে থাকুন আর প্রতি মাসের প্রথম তারিখে আপনার এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র

www.dawateislami.net

যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন এবং এই মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** অর্জনের জন্য নিয়মিত প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিনের সুন্নাত প্রশিক্ষনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। আসুন! আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য একটি মাদানী বাহার শুনাই: বাবুল মদীনার একজন মুবাল্লিগ, যে প্রতিদিন নিয়মিত চৌক দরস দিতো। এক ব্যক্তি, যে সুন্নাতে ভরা সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে পছন্দ করতো না, সে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে থানায় মুবাল্লিগের বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট লিখে দিলো যে, সে এলাকায় নৈরাজ্য ছড়াচ্ছে। পুলিশ এলো আর সেই আশিকে রাসূলকে থানায় নিয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র "মুবাল্লিগরা" সর্বত্র মুবাল্লিগই হয়ে থাকে, অতএব একজন "আসামী"র সাথে সাক্ষাত হতেই সে তাকে **"ইনফিরাদি কৌশিশ"** করে তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহনের জন্য প্রস্তুত করে নিলো, সে বললো: আমি জেল থেকে মুক্তি পেলে অবশ্যই আসবো, আপনাকে সেখানে পাবো তো? মুবাল্লিগটি বললো: اِنْ شَآءَ الله সে তার হালকা নম্বর ইত্যাদি জানিয়ে দিলো

www.dawateislami.net

যে, আমি ইজতিমায় অমুক জায়গায় থাকবো। পুলিশ তার সুন্দর চরিত্র ইত্যাদি দেখে মূল বিষয় বুঝতে পারলো এবং ক্ষমা চেয়ে সেই "আশিকে রাসূল"কে স্ব-সম্মানে ছেড়ে দিলো। কয়েক মাস পরে সেই আসামী যখন জেল থেকে মুক্তি পেলো, তখন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনায় অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পৌঁছে গেলো, সে বয়ান শুনলো, যিকির ও দোয়ায় তার মাঝে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে গেলো, সে কান্না করে তার গুনাহ থেকে তাওবা করলো। দোয়ার পর থানায় যে মুবাল্লিগটি তাকে নেকীর দাওয়াত দিয়েছিলো তাকে খুঁজে গিয়ে যখন তার বলে দেয়া হালকায় পৌঁছলো তখন এক ইসলামী ভাই বললো যে, গত মঙ্গলবার সেই মুবাল্লিগটি ইন্তিকাল করেছে। একথা শুনা মাত্র সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো যে, জীবনে কেউ সর্বপ্রথম "নেকীর দাওয়াত" দিয়েছে আর তার কারণে আমি তাওবা করেছি, হায় আফসোস! আমি সেই শুভাকাঙ্ক্ষীর সাথে একটিবার সাক্ষাতও করতে পারলাম না। একজন আশিকে রাসূল ইনফিরাদি কৌশিশ করে তাকে শান্তনা দিয়ে বুঝালো যে, এখন আপনি তো আর তার সাথে সাক্ষাত করতে পারবেন

www.dawateislami.net

না, কিন্তু তাকে উপকৃত করতে পারবেন আর এর একটি পদ্ধতি হলো, তার ইছালে সাওয়াবের জন্য আজ সকালেই সুন্নাত প্রশিক্ষনের এক মাসের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করে নিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে তখনিই এক মাসের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফরে রওয়ানা হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ সে (সাবেক) "আসামী" **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন মুবাল্লিগ, অথচ সে ইতোপূর্বে مَعَاذَالله মদের আসর চালাতো।

আ'প থানে মে ভি, জেল খানে মে ভি
হার জাগা পর কাহেঁ, কাফিলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুবাল্লিগ সর্বত্রই মুবাল্লিগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই মুবাল্লিগ সর্বত্রই মুবাল্লিগ হয়ে থাকে, সর্বদা সর্বত্র নিজের পোশাক ও নিজের আচার আচরন সুন্নাত অনুযায়ী রাখে, মহল্লায় হোক বা বাজারে, জানাযায় হোক বা বিয়ের বরযাত্রায়, ফার্মেসীতে হোক বা হাসপাতালে, বাগানে হোক বা কারও দাফন কার্যে কবরস্থানে, যেখানেই সুযোগ পায়, তৎক্ষণাৎ নেকীর

www.dawateislami.net

দাওয়াতের মাদানী ফুল বর্ষণ করা শুরু করে দেয় আর নিজের জন্য সাওয়াবের ভান্ডার জড়ো করে নেয়।

উল্লেখিত মাদানী বাহার থেকে বুঝা গেলো, মরহুম আশিকে রাসূল মুবাল্লিগের প্রেরণাও কেমন ছিলো যে, কেউ অন্যায়ভাবে থানায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলো, তখন সেখানেও নেকীর দাওয়াতের দ্বীনি কাজে লেগে গেলো আর একজন মদের আসর পরিচালনাকারীর তাওবা ও তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ বানানোর মাধ্যম হয়ে নিজে সবসময়ের জন্য চোখ বন্দ করে নিলেন। **আল্লাহ পাকে**র রহমত মরহুম আশিকে রাসূল মুবাল্লিগের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তেরি সুন্নতোঁ পে চল কর মেরি রুহ জব নিকাল কর
চলে তুম গলে লাগানা মাদানী মদীনে ওয়ালে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৮৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা বানানোর লোক

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকের ব্যাপারে সংবাদ দিবো না, যারা আম্বিয়ায়ে কিরামগণের (عَلَيْهِمُ السَّلَام) অন্তর্ভুক্তও নয়,

www.dawateislami.net

শহীদগণের (رَحِمَهُمُ الله) অন্তর্ভুক্তও নয়, কিন্তু কিয়ামতের দিন আম্বিয়ায়ে কিরাম (عَلَيۡهِمُ السَّلَام) ও শহীদগণ তাদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষা করবেন, তারা নূরের মিম্বরের উপর উচ্চ স্থানে থাকবেন, তারা সেই লোক যারা **আল্লাহ পাকের** বান্দাদের **আল্লাহ পাকের** প্রিয় বান্দা বানিয়ে দেয় আর তারা পৃথিবীতে উপদেশ দিয়ে থাকে।" আরয করা হলো: তারা কীভাবে মানুষকে **আল্লাহ পাকের** প্রিয় বানিয়ে দেন? ইরশাদ করলেন: তারা মানুষদেরকে **আল্লাহ পাকের** প্রিয় বিষয়াদির নির্দেশ দেয় আর **আল্লাহ পাকের** অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিষেধ করে থাকে, অতএব যখন লোকেরা তাদের অনুগত্য করবে, তখন **আল্লাহ পাক** তাদেরকে নিজের প্রিয় বানিয়ে নিবেন।

(শুয়াবুল ঈমান, ১/৩৬৭, হাদীস ৪০৯)

মুবাল্লিগ শুধু প্রিয়ই নয়, প্রিয় বানানোর কারিগর হয়ে থাকেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানো ব্যক্তিরও কিরূপ উচ্চ মর্যাদা, কিয়ামতের দিন তাদের উপর **আল্লাহ পাকের** দান ও দয়া দেখে আম্বিয়ায়ে কিরাম (عَلَيۡهِمُ السَّلَام) এবং শহীদগণও ঈর্ষা করবে। এখানে ঈর্ষা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, আম্বিয়ায়ে

www.dawateislami.net

কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং শহীদগণ তাদের মর্যাদা দেখে খুশি হবেন এবং প্রশংসা করবে অথবা উদ্দেশ্য হলো, যদি আম্বিয়ায়ে কিরাম ও শহীদগণ কারো উপর ঈর্ষা করতো তবে তাদের উপর করতো। এরূপ মহত্ব ও শানের কারণ কী? কারণ হলো যে, তারা নেকীর প্রতি আহ্বান ও অসৎকাজে নিষেধ করার মাধ্যমে মানুষকে আমলদার বানিয়ে তাদেরকে **"আল্লাহ পাকের প্রিয়"** বানাতেন। যেহেতু তারা অন্যদেরকে **আল্লাহ পাকের** প্রিয় বানায়, সেহেতু নিজেরা কেনো প্রিয় হবেন না!

আল্লাহ কা মাহবুব বনে জু তুমহে চাহে
উচ কা তো য়য়াঁ হি নেহি কুছ তুম জেয়সে চাহো (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদুনা হাসান বসরী ও এক সম্পদশালী

"নেকীর দাওয়াত" এর সাওয়াব অর্জনের ব্যাপারে আমাদের আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام অনেক অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন এবং এব্যাপারে কারো ভয়ে ভীত হতেন না। যেমনটি হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর শাগরিদদের সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে এক সম্পদশালীকে খুবই সাজ-গোজ সহকারে নিজের গোলামদের

www.dawateislami.net

সাথে নিয়ে ঘোড়ায় করে যেতে দেখলেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: কোথায় যাবেন? আরয করলো: বাদশাহর দরবারে যাচ্ছি। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে "ইনফিরাদি কৌশিশ" করে বললেন: হে ভাই! আপনি খুবই উন্নত পোশাক পরিধান করেছেন অতঃপর এতে সুগন্ধিও লাগিয়েছেন আর সবদিক দিয়ে আপনি "জাহির"কেও সাজিয়েছেন, নিঃসন্দেহে এসব শুধুমাত্র এই জন্যই যে, শাহী দরবারে আপনাকে যেনো লজ্জিত হতে না হয়, অথচ এই দূর্বল পৃথিবীর বাদশাহ এবং তার দরবারীগণ আপনার মতোই অসহায় মানুষ। এবার ভাবুন তো! কাল কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** শাহী দরবারে যখন উপস্থিত হবেন, সেখানে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام ও আউলিয়ায়ে এজামগণও رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام থাকবেন, সেখানকার জন্য আপনি "বাতিন" এর সাজ-সজ্জারও কি কোন ব্যবস্থা করেছেন? সেখানে কি গুনাহের আবর্জনা ও অসৎকর্মের দুর্গন্ধ নিয়ে উপস্থিত হবেন? সেই সম্পদশারী খুবই মনোযোগ সহকারে তাঁর কথাগুলো শুনছিলো, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি কখনও আপনার ঘোড়ার উপর তার ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা তুলে দিয়েছেন? সে বললো: জী না। বললেন: আপনি তো আপনার ঘোড়ার ব্যাপারে খুবই দয়ালূ, কিন্তু নিজের

www.dawateislami.net

দূর্বল শরীরের প্রতি দয়া করেন না যে, লাগাতার এর উপর গুনাহের বোঝা তুলে দিচ্ছেন, ভাবুন তো একবার! এভাবে যদি গুনাহে ভরা জীবন অতিবাহিত করেন তবে মৃত্যুর পর কী অবস্থা হবে! সম্পদশালী লোকটি তাঁর "ইনফিরাদি কৌশিশ" ও নেকীর দাওয়াতে খুবই প্রভাবিত হলো, ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর মুরিদ হলো এবং **আল্লাহ** ওয়ালা হয়ে গেলো। (সাচ্চি হিকায়াত, ৫/২০৮) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নফস ইয়ে কিয়া জুলুম হে জব দেখোঁ তাজা জুরম হে
না'তুয়াঁ কি সর পে ইতনা বোঝ ভারী ওয়াহ ওয়াহ!

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই শেরটিতে বলেন: হে বদকার নফস! তোমার অত্যাচার ও অনাচারেরও একটি সীমা রয়েছে! তুমি প্রতি মূহুর্তে আমার গুনাহগুলো বৃদ্ধি করেই চলছো আর আমি দূর্বল বান্দার মাথা গুনাহের ভারি বোঝা বহন করেই চলছে। (বুঝা গেলো! গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী নফস আমাদের শত্রু, আমাদের সর্বাবস্থায় তার চালবাজি থেকে সতর্ক থাকা জরুরী)

www.dawateislami.net

আহ! হার লমহা গুনাহঁ কি কসরত ও ভরমার হে
গালাবায়ে শয়তান হে অউর নফসে বদ আতওয়ার হে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযের জন্য পোশাক কীরূপ হওয়া চাই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ** ওয়ালাগণ رَحِمَهُمُ الله সম্পদশালীদের তোষামোদ বা চাটুকারিতা করার পরিবর্তে তাদেরকে সংশোধনের মাদানী ফুল দ্বারা ধন্য করতেন এবং তাদেরকে দু'চারটি উপদেশ দিতেন। সম্পদশালীদের তোষামোদ তো সেই করবে যার মাঝে তাদের মাধ্যমে দুনিয়ার নিকৃষ্ট সম্পদ পাওয়ার লোভ থাকবে। **আল্লাহ** ওয়ালাগণ অল্পেতুষ্টতার মাদানী দৌলত দ্বারা ধন্য হয়ে থাকে, তাঁদের দৃষ্টি সম্পদশালীদের ক্ষণস্থায়ী সম্পদের প্রতি নয়, **আল্লাহ পাকের** রহমতের প্রতিই থাকে। মনে রাখবেন! ধন-সম্পদের কারণে সম্পদশালীদের সম্মান করার কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেমনটি বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি কোন সম্পদশালীকে তার সম্পদশালীতার কারণে সম্মান করে, তার দুই তৃতীয়াংশ দ্বীন (ধর্ম) চলে যায়। (কাশফুল খিফা, ২/১২৫, নম্বর ২৪৪২) বর্ণনাকৃত ঘটনায় আখিরাতের ভাবনা

www.dawateislami.net

প্রদান করা হয়েছে যে, শাসকদের, মন্ত্রীদের ও অফিসারদের সামনে যাওয়ার সময় তো পোশাক পরিপাটি করা হয়ে থাকে এবং টিপটপ হয়ে সাজগোজ করা হয়, কিন্তু **আল্লাহ পাকের** পবিত্র দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য পরিপাটি হওয়ার কোন মানসিকতাই নেই। আমরা পৃথিবীর কোন 'বড় লোকের' কাছে যাওয়ার সময় বা এমন কোন জায়গায় যাওয়া হয় যেখানে অসংখ্য লোক আমাকে দেখবে, তো মাথার চুল, পোশাক, পাগড়ী, চাদর ইত্যাদি খুব সাবধানতার সাথে পরিপাটি করে নিই, কিন্তু "নামায" যা কিনা **পাওয়ারদিগারের** মহান দরবারে উপস্থিত হওয়ার মাধ্যম, তখন সাজসজ্জার কোন ব্যবস্থাই নেয়া হয়না। কমপক্ষে এতটুকুই তো হওয়া চাই যে, কোন 'বড় লোকের' কাছে বা খাবারের আমন্ত্রণে যাওয়ার সময় মানুষ যে পোশাক পরিধান করে, তাই মসজিদে যাওয়ার সময় পরিধান করে নিতে পারে। মসজিদে যাওয়ার জন্য সাজসজ্জার ব্যাপারে কোরআনে করীমের ৮ম পারা সূরা আ'রাফের ৩১নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

(পারা ৮, সূরা আ'রাফ, আয়াত ৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করো যখন মসজিদে যাবে।

www.dawateislami.net

নামাযের জন্য আতর লাগানো মুস্তাহাব

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমার আলোকে লিখেন: অর্থাৎ পোশাকের সাজসজ্জা এবং অপর এক অভিমত হলো: মাথা আঁচড়ানো, সুগন্ধি লাগানো সাজসজ্জার অন্তর্ভুক্ত আর সুন্নাত হলো যে, মানুষ উত্তম রূপ ও অবস্থা সহকারে নামাযের জন্য উপস্থিত হবে, কেননা নামাযে **আল্লাহ পাকের** সাথে মুনাজাত হয়ে থাকে, তাই সাজসজ্জা করা, আতর লাগানো মুস্তাহাব। মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে: জাহেলী যুগে দিনে পুরুষেরা আর রাতে মহিলারা উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করতো। এই আয়াতে সতর আবৃত করা ও কাপড় পরিধান করার আদেশ দেয়া হয়েছে আর এতে এই দলিল রয়েছে যে, নামায ও তাওয়াফ এবং সর্ববাস্থায় সতর আবৃত করা ওয়াজিব। (খাযায়িনুল ইরফান, ২৪৮ পৃষ্ঠা)

নামাযে পোশাকের আহকাম সম্বলিত ১৪টি মাদানী ফুল

নামাযের মধ্যে পোশাক পরিধান করা

(১) নামায পড়াবস্থায় জামা বা পায়জামা পরিধান করা বা লুঙ্গি পরিধান করা নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (গুনিয়া, ৪৫২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(২) নামায পড়াবস্থায় সতর খুলে গেলে এবং সেই অবস্থায় কোন রোকন আদায় করলে কিংবা তিনবার 'سُبْحٰنَ الله' বলার সমপরিমাণ সময় অতিবহিত হয়ে গেলে নামায ভঙ্গ যাবে। (দুররে মুখতার, ২/৪৬৭)

কাঁধে চাদর ঝুলানো

(৩) সাদল অর্থাৎ কাপড় ঝুলানো। যেমন- মাথা অথবা কাঁধে এমনভাবে চাদর বা রুমাল ইত্যাদি রাখা যে উভয় পার্শ্ব ঝুলতে থাকে। অবশ্য যদি এক পার্শ্বকে অপর কাঁধের উপর তুলে দেয় এবং অপরটি ঝুলতে থাকে, তবে ক্ষতি নেই। (৪) আজকাল কিছু সংখ্যক লোক এক কাঁধের উপর এভাবে রুমাল রাখে যে, তার এক প্রান্ত পেটের উপর অপর প্রান্ত পিঠের উপর ঝুলতে থাকে এভাবে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী। (বাহারে শরীয়াত, ১/৬২৪) (৫) উভয় আস্তীন হতে একটি আস্তীনও যদি অর্ধ কব্জি অপেক্ষা বেশি উঠে থাকে তবে নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে। (দুররে মুখতার, ২/৪৯০) (৬) অন্য কাপড় থাকা সত্ত্বেও শুধু পায়জামা অথবা লুঙ্গি পরে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী। (আলমগীরি, ১/১০৬) (৭) (নামাযে) জামা ইত্যাদির বোতাম খোলা রাখা যাতে বুক খোলা থাকে, মাকরূহে তাহরীমী। হ্যাঁ! যদি ভিতরে অন্য

www.dawateislami.net

কোন কাপড় থাকে, যা দ্বারা বুক আবৃত থাকে, তবে মাকরূহে তানযীহী। (বাহারে শরীয়াত, ১/৬৩০, ৩য় অংশ) (৮) প্রাণীর ছবি বিশিষ্ট পোশাক পরিধান করে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী, নামাযের বাইরেও এমন কাপড় পরিধান করা নাজায়িয।

(বাহারে শরীয়াত, ১/৬২৭, ৩য় অংশ)

মাকরূহে তাহরীমীর সংজ্ঞা

এটি ওয়াজিবের বিপরীত, এটি করলে ইবাদত অপূর্ণ থেকে যায় এবং সম্পাদনকারী গুনাহগার হয়ে থাকে, যদিও এর গুনাহ হারাম থেকে কম এবং কয়েকবার তা করা কবীরা (গুনাহ) হয়ে যায়। (বাহারে শরীয়াত, ১/২৮৩) মাকরূহে তাহরীমী হয়ে যাওয়া ওয়াজিবুল ইয়াদা হয়ে যায় অর্থাৎ এরূপ নামায পুনরায় পড়ে দেয়া ওয়াজিব। মাকরূহে তাহরীমীর এমন অবস্থাও রয়েছে, যাতে সিজদায়ে সাহু করে নিলে নামায বিশুদ্ধ হয়ে যায়। এর বিস্তারিত জানার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগটন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ৩৩৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'নামাযের আহকাম'** কিতাবটি অধ্যায়ন করুন।

(৯) অন্য কাপড় থাকা সত্ত্বেও কাজ কর্মের পোশাকে নামায আদায় করা মাকরূহে তানযীহী। (শরহুল বেকায়া, ১/১৯৮)

www.dawateislami.net

(১০) কাপড় উল্টা করে পরিধান করে কিংবা গায়ের উপর জড়িয়ে নামায পড়া মাকরূহে তানযীহী। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৩৫৮-৩৬০) (১১) অলসতায় খালি মাথায় নামায পড়া মাকরূহে তানযীহী। (দুররে মুখতার, ২/৪৯১) নামাযে টুপি বা পাগড়ী শরীফ পড়ে গেলে তা উঠিয়ে নেয়া উত্তম যদি আমলে কাসীরের আশংকা না হয়, অন্যথায় নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি বারবার উঠাতে হয় তবে ছেড়ে দিন আর না উঠানোতে যদি নামাযে একাগ্রতা ও বিনয়ীভাব (খুশু-খুজু) উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে না উঠানোই উত্তম। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৪৯১) (১২) যদি কেউ খালি মাথায় নামায পড়তে থাকে কিংবা তার টুপি পড়ে গিয়ে থাকে, এমতাবস্থায় অপর কেউ তাকে টুপি পরিয়ে দেবে না।

‘আমলে কাসীর’ এর সংজ্ঞা

আমলে কাসীর নামায ভঙ্গ করে দেয়, যদি তা নামাযের আমলের অন্তর্ভুক্ত না হয় কিংবা নামায সংশোধন করার জন্য করা না হয়। যে কাজটিকে দূর থেকে দেখে মনে হয় যে, লোকটি নামায পড়ছে না। বরং যদি প্রবল ধারনা হয় যে, লোকটি নামায পড়ছে না, তবুও তা ‘আমলে কাসীর’। আর যদি দূর হতে দেখে সন্দেহ হয় যে, সে কি নামায

www.dawateislami.net

পড়ছে, নাকি পড়ছে না, তবে তা 'আমলে কলীল', এতে নামায ভঙ্গ হবে না। (দুররে মুখতার, ২/৪৬৪)

হাফ-হাতা জামা পরিধান করে নামায পড়া কেমন?

(১৩) হাফ-হাতা শার্ট বা জামা পরিধান করে নামায পড়া মাকরূহে তানযীহী, যদি তার অন্য কোন কাপড় না থাকে। হযরত সদরুশ শরীয়া মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যার কাছে কাপড় রয়েছে এবং শুধু হাফ-হাতা জামা বা গেঞ্জি পরিধান করে নামায পড়ে তবে মাকরূহে তানযীহী হবে আর যদি অন্য কাপড় না থাকে তবে মাকরূহই হবেনা।" (ফতোওয়ায়ে আমজাদিয়া, ১/১৯৩) (১৪) মুফতিয়ে আযম পাকিস্তান হযরত কেবলা মুফতী ওয়াকারুদ্দীন কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হাফ-হাতা জামা বা শার্ট কাজকর্মের পোশাকের (হুকুমে) অন্তর্ভূক্ত (কেননা কাজকর্মের পোশাক পরিধান করে মানুষ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সামনে যেতে ইতঃস্তত বোধ করে থাকে) তাই যারা হাফ-হাতা জামা পরিধান করে অন্যদের সামনে যাওয়া পছন্দ করে না, তাদের নামায মাকরূহে তানযীহী আর যারা এমন পোশাক পরিধান করে সকলের সামনে যেতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করে না তাদের নামায মাকরূহ হবে না। (ওয়াকারুল ফতোওয়া, ২/২৪৬)

www.dawateislami.net

মাকরূহে তানযীহীর সংজ্ঞা

যে কাজ করা শরীয়াতে অপছন্দনীয়, কিন্তু অতটুকু (অপছন্দনীয়) নয় যে, এর জন্য শাস্তিবার্তা রয়েছে। তা সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদার বিপরীত। (বাহারে শরীয়াত, ১/২৮৪) মাকরূহে তানযীহী হয়ে যাওয়া নামায আবারো পড়ে দেয়া উত্তম, যদি না পড়ে তবে গুনাহগার হবে না।

মেরি দিল সে দুনিয়া কি চাহাত মিটাকর
কর উলফত মে আপনি ফানা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

মাদানী কাফেলা আমাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে!

নেকীর দাওয়াতের অশেষ সাওয়াব অর্জনের নিজের মধ্যে প্রেরণা বৃদ্ধির জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং নিয়মিত প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিন আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করতে থাকুন। আসুন! আপনাদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য একটি মাদানী বাহার শুনাই; আন্ধেরী এলাকার (মুম্বাই, ভারত) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সার-সংক্ষেপ হলো: আমি স্কুলে নবম শ্রেণির ছাত্র ছিলাম, মডার্ণ ও বিপথগামী ছেলেদের সাথে আমার বন্ধুত্ব

www.dawateislami.net

হয়ে যায় আর আমি বিভিন্ন ধরনের মন্দ কার্যাদিতে লিপ্ত হয়ে গেলাম, যার মধ্যে গাঁজা, মদসহ মেয়েদের সাথে প্রেম-প্রীতি করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এমনকি একবার ঘরের সিন্দুক ভেঙ্গে টাকা নিয়ে 'গোয়া' (নামক শহরে) পালিয়ে গেলাম। অবশেষে বাড়ি ফিরে এলাম। স্কুল ছেড়ে দিয়ে এ.সি. রিপিয়ারিংয়ের কাজ শিখতে শুরু করলাম। কয়েকমাস পর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক আশিকে রাসূল আমাকে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিলো কিন্তু আমি রাজী হলাম না। সেই বেচারা কয়েকবার সাক্ষাত করে আমাকে ইনফিরাদি কৌশিশ করলো কিন্তু আমি ইজতিমায় যেতে রাজি হলাম না। একবার সেই ইসলামী ভাই আমার বড় ভাইকে ইনফিরাদি কৌশিশ করছিলো, ঘটনাক্রমে আমি সেখানে পৌঁছে গেলাম। ভাইজান সেই ইসলামী ভাইয়ের নিকট নিজের অজুহাত দেখিয়ে আমার দিকে ফিরে বললো: তুমি মাদানী কাফেলায় যাও। আমি 'না' বলছিলাম কিন্তু মুখ দিয়ে নিজের অজান্তে 'হ্যাঁ' বেরিয়ে গেলো, অথচ আমি এটাও জানিনা যে, মাদানী কাফেলা মানে কী! যাইহোক আমি প্রস্তুত হয়ে গেলাম এবং আশিকানে রাসূলেদের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষনের মাদানী কাফেলায় সফরে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! মাদানী কাফেলা আমাকে পরিবর্তন করে দিলো! আমার চোখ খুলে গেলো, গুনাহের প্রতি ঘৃণা ও সাওয়াবের কাজে ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গেলো, আমি গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করলাম, নিয়মিতভাবে নামায পড়া শুরু করে দিলাম। মাদানী কাফেলা, গুনাহে ভরা পরিবেশে লালিত আমার মতো জঘন্য অবাধ্য বান্দাকে নামাযী ও সুন্নাতের অনুসারী বানিয়ে দিলো। এই বর্ণনা দেয়ার সময় আমি اَلْحَمْدُ لِلّٰه আহলে সুন্নাতের মহান বিদ্যাপীঠ 'জামেয়া আশরাফিয়া' মোবারকপুরে (ইউপি ভারত) 'দরসে নেজামী' করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

ছুট জায়ে গুনাহ, আ'প পায়ে পানা
তোড়ি হিম্মত করেঁ, কাফেলে মে চলো
তুম সুধর জাওগে গর ইধার আ'ও গে
সিখনে সুন্নাতে, কাফেলে মে চলো
ফযলে মওলা সে জব আয়েগে পায়েগে
জযবায়ে ইলমে দ্বীঁ কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জামেয়া আশরাফিয়া ও এর প্রতিষ্ঠাতার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগের ইনফিরাদি কৌশিশে অটলতার বরকতে অবশেষে সমাজের বিপথগামী, গুনাহে লিপ্ত, নেশাখোর যুবক দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে জামেয়া আশরাফিয়ায় (মোবারকপুর, ভারত) ভর্তি হয়ে ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী হয়ে গেলো। বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সাওয়াবের নিয়্যতে মাসিক আশরাফিয়া 'হাফিযে মিল্লাত নম্বর' (রজবুল মুরাজ্জাব ১৩৯৮ হিঃ অনুযায়ী জুন ১৯৭৮ইং) এর আলোকে জামেয়া আশরাফিয়া এবং এর প্রতিষ্ঠাতার আলোচনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। জামেয়া আশরাফিয়া (মোবারকপুর, ভারত) আহলে সুন্নাতের এক আজীমুশ্মান দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা 'ভারত' এর ইউপি প্রদেশের আযমগড় জেলার মোবারকপুর শরীফে অবস্থিত। এই মহান দ্বীনি প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন উস্তাযুল উলামা, জালালাতুল ইলম, হাফিযে মিল্লাত হযরত আল্লামা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২৯শে শাওয়াল ১৩৫২ হিজরে মোতাবেক ১৪ই জানুয়ারী

www.dawateislami.net

১৯৩৪ সালে নিজের ওস্তাদ সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আদেশে ইলম অর্জন শেষ করে মোবারকপুর চলে আসেন। সে সময়ে এখানে 'মিসবাহুল উলূম' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত ছিলো। হযরত হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে **আল্লাহ পাক** এই ছোট্ট মাদরাসাটিকে বরকত দান করলেন এবং অবশেষে এই মাদরাসাটি বৃহদাকার এক ফলদার বৃক্ষের রূপ ধারণ করলো আর জামেয়া আশরাফিয়া নামে সর্বময় পরিচিতি লাভ করলো। এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সমাপ্তকারীদের এর পুরনো নাম 'মিসবাহুল উলূম' অনুসারে 'মিসবাহী' বলা হয়ে থাকে।

সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা

হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর প্রত্যেক আমলে সুন্নাতের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। একবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ডান পায়ে আঘাত পান, এক ভদ্রলোক ঔষধ নিয়ে আসলো আর বললো: জনাব! ঔষধ এনেছি। শীতকাল ছিলো তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মৌজা পরা অবস্থায় ছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রথমে বাম পায়ের মৌজা খুললেন, ভদ্রলোকটি বললেন:

www.dawateislami.net

জনাব! ব্যথা তো ডান পায়ে! তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: বাম পা আগে খোলা সুন্নাত।

হাফিযে মিল্লাতের কারামত

জামেয়া আশরাফিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হাফিযে মিল্লাত হযরত আল্লামা শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উচ্চ মর্যাদার একজন বুযুর্গ ছিলেন। জীবনি লেখকগণ তাঁর বেশ কয়েকটি কারামতের কথা বর্ণনা করেন। এর মধ্যে একটি হলো: মোবারক শাহ্ জামে মসজিদও প্রথমে সংকীর্ণ ছিলো এবং জরাজীর্ণও হয়ে গিয়েছিলো, জনবসতির বিবেচনায় মসজিদ সম্প্রসারণেরও প্রয়োজন ছিলো, যাই হোক পুরাতন মসজিদ শহীদ করে নতুন সূত্রে ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করা হলো এবং মসজিদ সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়ে গেলো। মোবারকপুরের মুসলমানেরা খুবই আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার সহিত এর নির্মাণেও অংশ নিলো, হযরত হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই কাজের পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা ছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জামে মসজিদের জন্য পরিপূর্ণ মনোযোগ ও পরিশ্রম করে চাঁদার সংগ্রহের কাজ শুরু করে দিলেন, মোবারকপুরে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেলো, দরিদ্র হওয়ার পরও মুসলমানরা দ্বীনি কাজে পুরোপুরি

www.dawateislami.net

সহযোগিতা করতে লাগলো। পুরুষেরা তাদের উপার্জন এবং মহিলারা তাদের অলংকার ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করলো। ছাদ ঢালাইয়ের পর হাজী মুহাম্মদ ওমর খুবই চিন্তিত অবস্থায় দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে হযরতের নিকট আসলেন এবং বললেন: হাফিয সাহেব! জামে মসজিদের ছাদ নিচের দিকে নেমে আসছে, এখন কী হবে! হাজী সাহেব এ কথা বলতে বলতে কান্না করা শুরু করলেন। হযরত হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তৎক্ষণাৎ উঠে অযু করলেন আর হাজী সাহেবের সাথে ঘর থেকে বের হলেন এবং তাঁর প্রতিবেশী খাঁন মুহাম্মদ সাহেবকেও তাঁদের সাথে নিলেন, জামে মসজিদ পৌঁছে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে কাঠের কিছু বল্লি লাগিয়ে দিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ছাদ শুধু ঠিক হয়ে যায়নি বরং এখনো যদি দেখেন, বুঝতেই পারবেন না যে, এই ছাদের কোন অংশ কখনও ঝুকে গিয়েছিলো!

হাফিযে মিল্লাতের কিছু মোবারক অভ্যাস

অযু করতে বসলে কিবলামুখী হয়েই বসতেন। হযরতের পায়জামা কখনো এতটুকু লম্বা দেখা যায়নি যে, গোড়ালি ঢেকে গেছে। সত্য কথা হলো, তাঁর সমস্ত অস্থিত্ব ও

www.dawateislami.net

পোশাকের ধরন দেখে মানুষের শরয়ী রূপরেখা বুঝে যেতো। সফরে হোক কিংবা অবস্থানে হযরত হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রিয় আমলের মধ্যে এটাও ছিলো যে, আহারের পূর্বে ও পরে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নিতেন এবং খাবার ভালভাবে চিবিয়ে খেতেন, খাবার মনের মতো হোক বা না হোক, তাতে দোষ বের করতেন না, খাবারের শেষে সাথেসাথেই পানি পান করতেন না বরং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পান করতেন। অনুরূপভাবে পানি যখনই পান করতেন, চুমুক দিয়ে তিন নিঃশ্বাসে পান করতেন।

সুরমা লাগানোর বরকতে বৃদ্ধাবস্থায়ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর ছিলো

হুযুর হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়স শরীফ সত্তর বছর পার হয়ে গিয়েছিলো, তখনকার ঘটনা, ট্রেনে সফর করছিলেন, যে বগিতে উপবিষ্ট ছিলেন, ঘটনাক্রমে সেই বগিতে একজন ডাক্তারও বসা ছিলো, ডাক্তার সাহেব আলাপ শুরু করলো তখন তাঁর জ্ঞানের প্রখরতা দেখে খুবই প্রভাবিত হলো এবং বারবার তাঁর দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকাতে লাগলো, আলাপ কালে ডাক্তার সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন: মাওলানা সাহেব! আমি একজন চোখের ডাক্তার, আমি

www.dawateislami.net

দেখছি যে, এই বয়সেও আপনার দৃষ্টিশক্তিতে কোনরূপ পার্থক্য নেই, বরং আপনার চোখে শিশুদের চোখের ন্যায় জ্যোতি রয়েছে, আমাকে বলুন তো, আপনি এর জন্য কী জিনিস ব্যবহার করেন? বললেন: ডাক্তার সাহেব! আমি বিশেষ কোন ঔষধ তো ব্যবহার করি না, তবে হ্যাঁ! একটি আমল অবশ্য আছে, যা আমি নিয়মিত করি, রাতে ঘুমানোর সময় সুন্নাত অনুযায়ী সুরমা ব্যবহার করি আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই আমলের চেয়ে উত্তম চোখের জন্য দুনিয়ায় আর কোন ঔষধ হতেই পারে না। **আল্লাহ পাকের** রহমত তার উপর বর্ষিত হেক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মসলকে আ'লা হযরত কা এক গুলিস্তাঁ
ইলমে সদরুশ শরীয়া কা বেহরে রাওয়াঁ
ইলম সে জিস কে সে'রাব সারা জাহাঁ
লাহ লাহানে লাগা দ্বীন কা বুস্তাঁ
জিস তরফ দেখিয়ে ইস কদম কি নিশাঁ
হাফিযে দ্বীন ও মিল্লাত পে লাখো সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সুরমা লাগানোর ৪টি মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর হাফিযে মিল্লাতের সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা মারহাবা! আর সুন্নাতে ভালবাসায় সুন্নাত অনুযায়ী সুরমা লাগানোর বরকতে দুনিয়ায়ও দৃষ্টিশক্তির নিরাপত্তা রূপে প্রকাশিত হয়েছে, যদি কোন অসুবিধা না হয় তবে আপনারাও প্রতিদিন সুন্নাত অনুযায়ী সুরমা লাগানোর নিয়্যত করে নিন। আপনাদের সুবিধার্থে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা **'১০১টি মাদানী ফুল'** এর ২৬ পৃষ্ঠা হতে সুরমা সম্পর্কে ৪টি মাদানী ফুল উপাস্থাপন করছি, আপনারা তা গ্রহণ করে হৃদয়ের মাদানী ফুলদানীতে সাজিয়ে নিন: (১) সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফের বর্ণনায় রয়েছে: "সকল সুরমার মধ্যে উত্তম সূরমা হচ্ছে 'ইসমাদ', কেননা এটা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে ও পলক গজায়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/১১৫, হাদীস ৩৪৯৭) (২) পাথুরী সূরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই আর কালো সূরমা কিংবা কাজল রূপচর্চার নিয়্যতে পুরুষের লাগানো মাকরূহ আর যদি রূপচর্চা উদ্দেশ্যে না হয় তবে মাকরূহ নয়। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫/৩৫৯) (৩) ঘুমানোর সময় সূরমা লাগানো সুন্নাত। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/১৮০) (৪) সূরমা

www.dawateislami.net

ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি: (ক) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাকা (খ) কখনো ডান চোখে তিন শলাকা এবং বাম চোখে দুই শলাকা (গ) কখনো উভয় চোখে দুই দুই শলাকা আর শেষে এক শলাকায় সূরমা লাগিয়ে একে একে উভয় চোখে লাগান। (শুয়াবুল ঈমান, ৫/২১৮-২১৯) এভাবে করাতে اِنْ شَآءَ الله তিনটিতেই আমল হয়ে যাবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাল ও মঙ্গলময় যত কাজই রয়েছে, সবই আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক হতেই শুরু করতেন, অতএব প্রথমে ডান চোখে সুরমা লাগাবেন, অতঃপর বাম চোখে। বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনার দু'টি কিতবা **বাহারে শরীয়াত** ১৬তম খন্ড (৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদাব** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করে নিন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি অনন্য মাধ্যম **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কোরআন তিলাওয়াত করতে করতে কান্না করা

নবী করীম, রউফুর রহীম ﷺ ইরশাদ করেন: কোরআনে পাক তিলাওয়াত করার সময় কান্না করো আর যদি কান্না না আসে তবে কান্নার মতো আকৃতি ধারণ করো।

(ইবনে মাজাহ, ২/১২৬, হাদীস ১৩৩৭)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-আমীন শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৫২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net